259586 - জান্নাতরে রক্ষকরে নাম ক ি'রদেওয়ান'?

প্রশ্ন

জান্নাতরে রক্ষকরে নাম ক ি রদেওয়ান? আম ি শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) এর ফতয়োতে শুনছে ি য,ে তনি ি বলনে: "জান্নাতরে রক্ষকরে নাম 'রদেওয়ান' মর্ম েকছিু আছার (সাহাবী বা তাবয়েীর উক্ত)ি প্রসদ্ধি ি পয়েছে।ে কন্তি,ু এই মর্ম েআম ি কোন সহহি হাদসি জান ি না"। তাঁর কথা থকে েক ি এই নামট ি সাব্যস্ত করা বুঝা যায়?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

সংক্ষপ্তিসার:
এ নামট ি সহহি হাদসিসমূহ েসাব্যস্ত হয়ন।ি কন্তি,ু আলমেগণ এ নামট ি ব্যবহার কর েআসছনে এবং এ নামরে উল্লখে করাক েতারা দোষরে কছিু মন েকরনে না। সুতরাং এ বষিয়ট ি(ইনশাআল্লাহ্) সহজ।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

আলমেদরে মাঝ েমশহুর য,ে জান্নাতরে রক্ষক ফরেশেতার নাম 'রদেওয়ান'। কন্তি,ু এ নামট ি কুরআন েআসনে,ি কংিবা সহহি সুন্নাতওে আসনে।ি বরং কছিু দুর্বল আছার (সাহাবী বা তাবয়েীর উক্ত)ি-ত েউদ্ধৃত হয়ছে।ে

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে: আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতরে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রক্ষকরে নাম রখেছেনে: رضوان (রদেওয়ান)। এ নামট ি الرضا (সন্তুষ্ট)ি শব্দ থকে েউদ্ভূত। আর জাহান্নামরে রক্ষকরে নাম রখেছেনে: مالك (মালকি)। এ নামট ি الملك (আল-মুলক) শব্দ থকে েউদ্ভূত। যা শক্ত িও কঠোরতা বুঝায়।[হাদলি আরওয়াহ (১/৭৬)]

মুনাওয় ি বলনে: "জান্নাত রক্ষা করার দায়ত্বিপ্রাপ্তক েবলছেনে খাযনে (ভাণ্ডার-রক্ষক)। কনেনা জান্নাত হচ্ছ-ে আল্লাহ্র ভাণ্ডার; যা তনি ি তাঁর বান্দাদরে জন্য প্রস্তুত করছেনে...। আপাত অর্থ েজান্নাতরে রক্ষক শুধু একজন। কন্তি,ু আসল েসটো উদ্দশ্যে নয়। দললি হচ্ছ েআবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসি: "য েব্যক্ত ি কোন জনিসিরে এক জোড়া আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করব েজান্নাতরে প্রত্যকে দরজার রক্ষকরা তাক েডাকব:ে আস"। এবং জান্নাতরে রক্ষক একাধকি হওয়া মর্ম েসুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণতি অন্যান্য হাদসি। তব,ে রদেওয়ান হচ্ছনে- তাদরে মাঝ েসর্বাধকি মর্যাদাবান ও নতো। আর সর্বাধকি মর্যাদাবান রাসূলক েঅভ্যর্থনা জানাব েসর্বাধকি মর্যাদাবান রক্ষক।"[ফায়যুল কাদরি (১/৫০) থকে েসমাপ্ত]

হাফেয ইবনে কাছির (রহঃ) ফেরেশতাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

"তাদের মধ্যে রয়েছেন জান্নাতের দায়িত্বে রত, জান্নাতীদের অভ্যর্থনার প্রস্তুতিতে রত এবং জান্নাতের বসবাসকারীদের মেহমানদারির পরিবেশ তৈরীতে রত; যেমন জান্নাতীদের পোশাক, অলংকার, বাসস্থান, খাবারদাবার ও পানীয় ইত্যাদি যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের কল্পনায়ও আসেনি। জান্নাতের রক্ষক হচ্ছেন একজন ফেরেশতা। যার নাম হচ্ছে- রেদওয়ান। কোন কোন হাদিসে তার নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।"[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১/৫৩) থেকে সমাপ্ত]

সহিহ হাদিসসমূহে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তার উপাধি হচ্ছে- খাযেন (রক্ষক); নাম নয়। শাফায়াতের হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় আসব এবং দরজা খুলতে বলব। তখন রক্ষক বলবেন: আপনি কে? আমি বলব: মুহাম্মদ। তিনি বলবেন: আপনার জন্য খোলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আপনার আগে আর কারো জন্য খুলব না।"[সহিহ মুসলিম (১৯৭)]

কিন্তু, এ নামটি কিছু দুর্বল হাদিসে বর্ণিত হওয়ায় এবং আলেমদের মাঝে এর ব্যবহার প্রসিদ্ধি লাভ করায় এটি ব্যবহার করার প্রশস্ততা রয়েছে, ইনশাআল্লাহ্।

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রে এসেছে (২৮/৩৫৩):

রেদওয়ান কি জান্নাতের রক্ষক? তার নামটি কোথায় উদ্ধৃত হয়েছে?

উত্তর হল: আলেমদের নিকট মশহুর হচ্ছে, জান্নাতের রক্ষকের নাম রেদওয়ান। কিছু কিছু হাদিসে তার নাম উদ্ধৃত হলেও এ নাম নিয়ে আপত্তি আছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন:

"পক্ষান্তরে, রেদোয়ান হচ্ছে জান্নাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার এ নামটি সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত নয়; যেভাবে 'মালেক' (বুঝাতে চাচ্ছেন: জাহান্নামের রক্ষক) নামটি সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু, আলেমদের নিকট তিনি এ নামে মশহুর।[শাইখ উছাইমীনের ফতোয়াসমগ্র (৩/১১৯) হতে সমাপ্ত]